জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২

১৫ থেকে ২১ জুন ২০২২ তারিখে সারা দেশে ডিজিটাল জনশুমারি পরিচালিত হয়, পূর্বে যার নাম ছিল আদম শুমারি। এর এক মাসের মধ্যে শুমারির প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেশের যে চিত্র উঠে এসেছে আমার এ লেখায় তা তুলে ধরছি।

জনমিতিক সূচক: ** বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬ জন (এটি গণনাকৃত সংখ্যা, যা ভ্রান্তি সমন্বয় করে বৃদ্ধি পাবে) (**বি:দ্র**: বাংদেশের নাগরিক যারা কিনা বিদেশে আছে তাদের এ হিসাবে আনা হয়নি, আবার বিদেশি নাগরিক যারা কিনা বাংলাদেশে বসবাস করছে তাদের এই হিসাবে আনা হয়েছে)। ২০১১ সালে জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ (গণনাকৃত, যা ভ্রান্তি সমন্বয় করে দাঁড়িয়েছিল ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ)। অর্থাৎ বিগত ১১ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে ২ কোটি ১১ লক্ষ; বাৎসরিক গড় বৃদ্ধির হার ১.২২%। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (বিগত ১১ বছরে) গাজীপুর জেলায় ৫৪.৬৩%, সবচেয়ে কম নেত্রকোণা জেলায় ৪.২৭%। একমাত্র জেলা ঝালকাঠি, যেখানে লোক সংখ্যা বাড়েনি বরং কমেছে (-৩.১৫%)। চট্টগ্রাম বিভাগের দু'টি জেলায়, কক্সবাজার ও বান্দরবানে এই বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ২৩.২৯% ও ২৩.৯০%, যা কিনা ঢাকা জেলার থেকেও বেশি (ঢাকা জেলায় ২২.৩৪%)।

**জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি.মি.-এ ১১১৯ জন; সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে ২১৫৬ জন এবং সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে ৬৮৮ জন। এই শুমারিতে ভাসমান লোক পাওয়া গেছে ২২ হাজার ১৮৫ জন, যাদের কোন ঠিকানা নেই, কোথাও কোন বাসগৃহ নেই; ২০১১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৭৪। ২০২২ সালে শহরে/নগরে বাস করে এমন লোক সংখ্যা পাওয়া গেছে ৩১.৫১%। এ যাবৎ যত শুমারি হয়েছে তাতে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল; এই প্রথম ২০২২ সালের শুমারিতে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম (১০০: ৯৮.০৪), এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে কম (১০০: ৯৩.৩৮); ২০১১ সালের শুমারিতে এই অনুপাতটি চট্টগ্রাম বিভাগে ছিল সবচেয়ে বেশি (১০০: ১০২.৯)।

**ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করলে ২০২২ সালে মুসলিম ৯১.০৪%, হিন্দু ৭.৯৫% বৌদ্ধ ০.৬১%, খ্রিস্টান ০.৩০% এবং অন্যান্য ০.১২%; যা কিনা ২০১১ সালে ছিল মুসলিম ৯০.৩৯%, হিন্দু ৮.৫৪% বৌদ্ধ ০.৬২%, খ্রিস্টান ০.৩১% এবং অন্যান্য ০.১৪%। একমাত্র রাঙ্গামাটি জেলা ব্যতীত সকল জেলায় মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ। রাঙ্গামাটি জেলায় বৌদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠ; বৌদ্ধ ৫৭.২৫%, মুসলিম ৩৬.২২%। হিন্দু লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে গোপালগঞ্জ জেলায় ২৬.৯৪%। খ্রিস্টান সবচেয়ে বেশি আছে বান্দরবান জেলায় ৯.৭৮%। **ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী যাদের উপজাতি বলে অনেকে চেনে তাদের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ১৫৯ জন। মোট জনসংখ্যার শতকরা ১.০%; সবচেয়ে বেশি আছে রাঙ্গামাটি জেলায় ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৮৬৪ জন; সবচেয়ে কম লালমনিরহাট জেলায় ১১৮জন। **বয়স ভিত্তিক জনবিভাজন করলে পাওয়া যায়, ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের লোক আছে ৬৫.৫৩%, যাদেরকে শ্রমশক্তি/কর্মক্ষম হিসেবে ধরা হয়। আর ১-১৪ বছরের জনসংখ্যা ২৮.৬১% এবং ৬৫-তদূর্ধ্ব বয়সীদের জনসংখ্যা ৯.২৮% । মোট জনসংখ্যাকে পাঁচ বছরের এক একটি শ্রেণিতে ভাগ করলে সবচেয়ে বেশি লোক পাওয়া যায় ১৫-১৯ বছরের (১০.০৩%)।

আর্থ সামাজিক সূচক: ১। ব্যক্তি সম্পর্কিত: **দেশে বর্তমানে বিধবা নারী জনগোষ্ঠীর হার মোট নারীর শতকরা ৯.৫১% এবং বিপত্নীক পুরুষের হার মোট পুরুষের শতকরা ০.৯৬%। **২০২২ সালে দেশে প্রতিবন্ধী জনসংখ্যার হার মোট লোকসংখ্যার ১.৪৩%, যা ২০১১ সালে ছিল ১.৪১%। **বাংলাদেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার (যারা যে কোন একটি ভাষায় লিখতে- পড়তে জানে) ৭৪.৬৬%, যা ২০১১ সালে ছিল ৫১.৭৭%। এই হার সবচেয়ে বেশি পিরোজপুর জেলায় ৮৫.৪১% এবং সবচেয়ে কম জামালপুর জেলায় ৬১.৫৩%। **২০২২ সালে দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর হার শতকরা ৫৫.৮৯% এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর শতকরা হার ৩০.৬৮%। ইন্টারনেট ব্যবহারে সবচেয়ে এগিয়ে ঢাকা বিভাগ (৪০.৪১%) এবং সবচেয়ে পিছিয়ে রংপুর বিভাগ (১৭.৬৭%)।

২। খানা সম্পর্কিত: **২০২২ সালে দেশে মোট খানা সংখ্যা (যারা এক পাকে খায়) ৪ কোটি ১০ লক্ষ এবং বাসগৃহ আছে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। ২০১১ সালে দেশে মোট খানা ছিল ৩ কোটি ২১ লক্ষ। প্রতি খানায় গড়ে লোক পাওয়া গেছে ৪.০জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৪ জন। বিদ্যুৎ সুবিধা আছে ৯৯.২৫% খানায়; নলকূপের পানি ব্যবহার করে ৮৫.৬৬% খানা; সম্পূর্ণ নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করে ৫৬.০৪% খানা, আংশিক নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করে ২১.৭২% খানা এবং কোন টয়লেট নেই ১.২৩% খানার।